শেষরক্ষা

শেষরক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

নাটকের পাত্রগণ

চন্দ্রকান্ত	ক্ষান্তমণি
বিনোদ	ইন্দু
গদাই	কমল
নিবারণ	বুড়ি
শিব	ঠাকুরদাসী
ভৃত্য	
নলিনাক্ষ	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
দর্জি	
ললিত	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিবারণবাবুর বাসা

ক্ষান্তমণি ও ইন্দু

ক্ষান্তমণি। কী আর বলব আমি তোকে, আমার তো হাড় জ্বালাতন। আমার ঘরে যতগুলো লোক জোটে সব চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ বিনোদ।

ইন্দু। সেইজন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সব চেয়ে তার পসার ভারী—লক্ষ্মী যে ছাড়ে লক্ষ্মী তারই পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্তমণি। কেন ভাই, তোর ওকে পছন্দ নাকি?

ইন্দু। আরেকটু হলেই হতে পারত। কিন্তু সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্ষান্তমণি। কী ক'রে কাটল?

ইন্দু। দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্তমণি। বলিস কী! কমল নাকি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দু। দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামায়ণে শোন নি?

ক্ষান্তমণি। শুনেছি।

ইন্দু। সব চেয়ে শক্ত বাণ হল সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বুকে বেঁধে, কেউ দেখতেই পায় না।

ক্ষান্তমণি। একটু ভাই, বুঝিয়ে বল্। তোদের মতো আমার অত পড়াশুনো নেই।

ইন্দু। সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখাশোনার দরকার হত না। তোমার বিনোদবাবু যে কবি তা জান না!

ক্ষান্তমণি। তা হোক-না কবি, হয়েছে কী?

ইন্দু। কমলদিদি ওঁর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদবাবুর 'আঙুরলতা' বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তাঁর 'কাননকুসুমিকা' রেখেছে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদবাবুর নামও শুনি নি।

ইন্দু। নামটা বুকের মধ্যে বাসা করেছে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্তমণি। কী যে বলিস, বুঝতে পারি নে— ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বল্ তো। আমাকে একটু নমুনা দে দেখি।

ইন্দু। তবে শোনো—

রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে
অন্তরে জোগায় সে যে বাণী।
সময় পায় না আঁখি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্তমণি। হায় রে, কী শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু। কমলদিদি খাতায় লিখে রেখেছে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

ক্ষান্তমণি। চাই বৈকি, জেনে রাখা ভালো।

ইন্দু। (নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি! দিদি!

সেলাই হাতে কমলের প্রবেশ

কমল। কেন? হয়েছে কী?

ইন্দু। এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দানশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপনকে মূর্তি দিচ্ছেন।

কমল। সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দু। তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনিই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সেজন্যে ভাবিও নি। সখীপরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেছে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেছ আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্তদিদিও সেইজন্যে বসে আছেন— আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটিজুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্তমণি। ইন্দুর কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বললুম!

ইন্দু। তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েছে, তার চেয়ে নাহয় কিছু নীরসই হল। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও।

কমল। গান

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,
প্রভাত হল আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশি তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।

গোপনতম অন্তরে কী
লেখনরেখা দিয়েছে লেখি !
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, ঐ চেয়ে দেখো, বাণ পৌঁচেছে।

ক্ষান্তমণি। কোথায় ?

ইন্দু। আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেছে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্তমণি। ইন্দু, তুই স্বপ্ন দেখছিস নাকি ?

ইন্দু। ঐ দেখো-না, তোমাদের বন্ধ দরজার খড়্‌খড়ে খুলে গেছে।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখছি।

ইন্দু। কমলদিদি, বুঝতে পেরেছ ?

কমল। আঃ, কী যে বকিস, তার ঠিক নেই।

ইন্দু। ঐ খোলা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়ে কবিকুঞ্জবনের দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়্‌খড়ির পিছনে একটা ধড়্‌ফড়ানি দেখতে পাচ্ছ ?

কমল। কিসের ধড়্‌ফড়ানি ?

ইন্দু। সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

গান

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা !
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়,
পায় না ঠিকানা।

অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা।
কেমন ক'রে জানাই তারে,
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা
আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,
ঝ'রে-পড়া বকুলদলে
বিছায় বিছানা।

ক্ষান্তমণি। ওলো ইন্দু, দেখ্ দেখ্ খড়্খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠল যে।

ইন্দু। এবার তুমি যদি গান ধর তা হলে দেয়ালসুদ্ধ ফাঁক হয়ে যাবে!

ক্ষান্তমণি। আর ঠাট্টা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনে ভেবেছিলুম, একা কমলই বুঝি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ। বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করেছেন! হাতের কাছে এত বিপদ জমা হয়ে আছে, এ তো জানতুম না।

ইন্দু। সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে— তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে; কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ; কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনা -যোগে বুক-জ্বালানি রান্না।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়্খড়ে দিয়ে গলবে নাকি?

ইন্দু। কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারও লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্তমণি। তা যেন হল, তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধবে না?

ইন্দু। তাই তো ব'লে রেখেছি, আমি দাবি করব না।

কমল। এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কী?

ইন্দু। কমলদিদি, জীবনের অঙ্কশাস্ত্রে পুরুষরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দু'ভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি— নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়্‌খড়েটার কব্‌জা এতদিনে ঝর্‌ঝরে করে দিতুম।

কমল। কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানি নে?

ইন্দু। আমি ওঁর কবিতা-বিছানো রাস্তায় এক পা চলতে পারব না। মানেই বুঝতে পারি নে— হুঁচট খেয়ে মরব।

ক্ষান্তমণি। তোরা দু'জনে মিলে রফানিষ্পত্তি করে নে, আমার কাজ আছে, যাই।

ইন্দু। বেলা গিয়েছে, এখন আবার তোমার কাজ?

ক্ষান্তমণি। যত বেকারের দল, কখন কী খেয়াল যায় ঠিক নেই। হয়তো হঠাৎ হুকুম হবে, তপ্‌সি মাছ ভাজা চাই; নয়তো কড়াইশুটির কচুরি, নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু। একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কর্মবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব চেখে দেখবার কঠিন কাজে। কমলদিদি, ঐ দেখো, খড়্‌খড়েটা লুব্ধ চকোরের চঞ্চুর মতো এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দুঃখ হচ্ছে।

কমল। এত দয়া যদি তো সুধা তুমিই ঢালো-না। আমি চললুম।

ইন্দু। না, দিদি।

গান

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে।
চপল লীলা ছলনাভরে
বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে।
হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষ কথা।
হায় রে অভিমানিনী নারী,
বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে।

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়্‌খড়ের পিছনে কোন্ মানুষটি বসে আছে আন্দাজ করো দেখি। চন্দরবাবু?

ক্ষান্তমণি। না ভাই, তার আর যাই দোষ থাক্‌, তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পৌঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েছি।

ইন্দু। অর্থাৎ, আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি।

ক্ষান্তমণি। আর-একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দু। আরে, ছি ছি ছি ছি! অমন নাম যার তার খড়্‌খড়ে চিরদিন যেন বোজা থাকে।

ক্ষান্তমণি। নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দু। নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে গদাই যদি 'কাননকুসুমিকা'র কবি হত তা হলে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মুশকিলেই পড়ত। ভক্তি হত না, সুতরাং মুক্তিও পেত না।

কমল। দিদির মুক্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েছে।

ইন্দু। সেইজন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট করতে চাই নে। আমার স্বয়ম্বরসভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল। তা হলে এইবেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ করা যাক। কুমুদ কিরকম?

ইন্দু। চলে যায়।

কমল। নিকুঞ্জ?

ইন্দু। চলতেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল। পরিমল?

ইন্দু। মালাবদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দু আমি হব পরিমল। যা হোক এগুলো চলতেও পারে— কিন্তু গদাই? নৈব নৈব চ।

ক্ষান্ত। কী যে পাগলামি করছিস ইন্দু! চল্, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র। ভাই বিনদা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা-কিছু হল বলে, কিম্বা হয়েই বসেছে।

বিনোদ। তাই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেছে যেন কোন্ মায়ামৃগীর পিছু-পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে। ওহে, আজকের হাওয়ায় তোমার গায়ে কারও ছোঁয়াচ লাগছে নাকি?

বিনোদ। কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্রকান্ত। মুখের ভাবে।

বিনোদ। ভাবটা কিরকম দেখছ?

চন্দ্রকান্ত। যেন ইন্দ্রধনু উঠেছে আকাশে, আর তারই ছায়াটা শিউরে উঠছে নদীর ঢেউয়ে।

বিনোদ। বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় জুঁইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধরল ব'লে, আর দেরি নেই।

বিনোদ। আরো কিছু আছে?

চন্দ্রকান্ত। যেন—

নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

বিনোদ। থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন বাঁশিটি আজ ঠেকেছে এসে গুণীর অধরে। সত্যি করে বল্ ভাই, লুকোস্ নে আমার কাছে।

বিনোদ। তা হতে পারে। একটা কোন্ ইশারা আজ গোধূলিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে ধরতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ইশারা উড়ে বেড়াচ্ছে! সেটা প্রজাপতির ডানায় নাকি?

বিনোদ। যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইশারা।

চন্দ্রকান্ত। হায় হায়, হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে বইছে, তার ঠিকানাই পেলে না?

বিনোদ। পোস্ট-আপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা! কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্রকান্ত। সর্বনাশ করলে! এরই মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেছে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্ছে পণের টাকা— তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হলে ব্যাঙ্ক্‌শাল স্ট্রীটের দিক থেকেই এল বুঝি?

বিনোদ। ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে বেরোল! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবছি?

চন্দ্রকান্ত। আজকালকার দিনে কোন্‌টা তুচ্ছ, কন্যাটা না পণটা, তার হিসেব করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ। যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুনে বের করতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে সে কি বুঝবে তার ভরি ওজন করে?

চন্দ্রকান্ত। এটা বেশ বলেছ, তোমার কবিতায় লিখে ফেলো হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এল, তুমি কবি, তার পাদপূরণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই,
কোন্ সোনা তোর সোনা।

বিনোদ। কেনাবেচার দেনালেনায়
যায় না তারে গোনা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা! আচ্ছা, আর-এক লাইন—
ও ভোলা মন, বল্ সে সোনা
কেমন ক'রে গলে।

বিনোদ। গলে বুকের দুখের তাপে,
গলে চোখের জলে।

চন্দ্রকান্ত। বহুৎ আচ্ছা! আর-এক লাইন—
ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর
কোন্ খনিতে পাই?

বিনোদ। সেই বিধাতার খেয়ালে যার
ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্রকান্ত। ক্যা বাৎ! আচ্ছা আর-এক লাইন—
ও ভোলা মন, সোনার সে ধন
রাখবি কেমন ক'রে?

বিনোদ। রাখব তারে ধ্যানের মাঝে
মনের মধ্যে ভ'রে।

চন্দ্রকান্ত। বাস্, আর দরকার নেই, ফুল মার্ক্ পেয়েছ— পাস্‌ড্ উইথ অনার্স্। আর ভয় নেই, সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক্—
সোনার স্বপন ধরুক-না রূপ
অপরূপের হাটে।
সোনার বাঁশি বাজাও, রসিক,
রসের নবীন নাটে।

বিনোদ। চন্দরদা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্রকান্ত। ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে— তোমরা না থাকলে আমিও কবি বলে চলে যেতে পারতুম, কবিসম্রাট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে, কিন্তু তার ধারাটা মাসিকপত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না।

বিনোদ। ঘরে আছে রসসমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হয়ে যায়।

চন্দ্রকান্ত। এক্সেলেণ্ট্। কবি না হলে এই গূঢ় খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো। ঐ যে আসছে আমাদের মেডিকাল্ স্টুডেণ্ট্।

গদাইয়ের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই-যে, গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে? তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই। না ভাই, প্যাথলজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আইঢাই করছে, সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধ-পেট করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে; জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট-অফ-সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

চন্দ্রকান্ত। হৃদ্‌যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই। ঐ-যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো, তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্রকান্ত। হবে বৈকি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে—'হৃদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ! বিরহ-নিবারণী বটিকা ; রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।'

আচ্ছা ভাই বিনু, এক কথায় ব'লে দে দেখি, কী রকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ। আমি কিরকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। যে কোনো কালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে ; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্ ঢল্ করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ! আচ্ছা, সে যেন হল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ। ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাছাঁদা, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে ; এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার

টিকে ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিনুদা, চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদ। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে, কিন্তু ভাই, সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢিল কলমে লেখা।

গদাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই! আবার তোমার কিরকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। তোরা বুঝবি নে গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বলত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল

নেহাত অসহ্য হত না। প্রেয়সী সর্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না, কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা, এমনটি হয় না—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গদাই। দেখো চন্দরদা, বিয়ে করবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হল মনোথিইজ্‌ম্ আর পছন্দটা হল পলিথিইজ্‌ম্। দুটোর থিওলজি একেবারে উল্‌টো। বিয়ের ডেফিনিশন্‌ই হচ্ছে জন্মের মতো পছন্দ-বায়ুটাকে খতম করে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন করা।

[পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদ। ঐ শোনো, গান।

গদাই। কার গান হে ?

চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিল, পাশে
হল না যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া।
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া।

যেখানে হল না খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া।

চন্দ্রকান্ত। বিনুদা, আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেছে, কলির কৃষ্ণগুলোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখো-না, নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চলছে।

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদ। চলো, যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

চন্দ্রকান্ত। বল কী!

বিনোদ। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশুনা তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো, মুখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পৌঁছে খুব কষে ক্রিয়া করতে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চলবে না।

বিনোদ। না, তাকে দেখতে চাই নে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ করব।

চন্দ্রকান্ত। বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্-না? এ-যে ভাই মানুষ, দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ। মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকির; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনে আমার মর্চে-পড়া বুকেও ঝলক মারে, ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমনতরো মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই। তা বলি, যদি বিয়ে করতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই

ভালো। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্যবাবু আর নিবারণবাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

গদাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকান্ত। আমার কি আশেপাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতি শিলমোহর করা, অন্ হার্ ম্যাজিস্টিস্ সার্ভিস্। তবে শুনেছি বটে, দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্রকান্ত। তোমরা একটু বোসো ভাই, আমি অমনি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই। [প্রস্থান

পাশের ঘরে

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ! চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কী! যাত্রার দল খুলবে নাকি? আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম, তা আদর করছি।

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে, ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্রকান্ত। ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বলো, আত্মীয়তা বলো, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে, গোঁসাইঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফুলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না!

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই? কেবল রাগই করলে! শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি—

ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিন মাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে 'ভালোবাসি নে' সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে সাবনর্মাল। যখন বলে 'ভালোবাসি' সেটা হল নাইন্টিএইট পয়েণ্ট ফোর,

ডাক্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শুরু করেছে 'পোড়ারমুখি', তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ। বড়োবউ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না বলবার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ডিলিরিয়ম, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না; গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইস্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়, বিশ্রী রকমের অ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে পারে। নাড়ী রসস্থ হলে তাতে ভাষা যে কি-রকম এলোমেলো হয়ে ওঠে, তা সেই ডাক্তারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে এম্‌-ডি।

ক্ষান্তমণি। রক্ষে করো, আমার অত ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে তো ব্যবহারেই বুঝতে পারি, নইলে লয়াল্‌টিকে সিডিশন্‌ বলে সন্দেহ করবে কেন? কিন্তু, নিশ্চয় রুগির দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা, কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্ম-ঠাকুরঝিকে বলো নি?—'আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে এক দিনের তরে জানলুম না।' আমার কানে যদি সে কথা আসত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্তমণি। আমি পদ্মঠাকুরঝিকে কখ্‌খনো অমন কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একটু রোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

[চিরুনি ব্রুস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না, হয় নি। একদণ্ড মাথা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— একটা ললিতলবঙ্গলতা খোঁজ করে আনো গে, আমি চললুম।

[চিরুনি ব্রুস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদ। (নেপথ্য হইতে) ওহে, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি?

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে বেটার আবার পছন্দ কী! বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা, হোক-না কালের গতি, অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিনবে কী করে? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কী পাটের চেয়ে সিধে জিনিস? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও, তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে, যা হোক তিরিশটা বৎসর তাকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি, আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না। এখন এই বুড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত

বুড়ো বাপ তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যা হোক, আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকি আছে। [প্রস্থান

ইন্দুমতার প্রবেশ

ইন্দু। ও বুড়োটি কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা, 'বুড়ো বুড়ো' করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দু। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আণ্ডিকালের বণ্ডি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা? কিন্তু ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু। আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর এ বাবা পুরোনো ঝরঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখবি নে ইন্দু?

ইন্দু। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্-না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা।

ইন্দু। তুমি কী বকছ বুঝতে পারছি নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কিনা। সব বুঝতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুমি!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দু। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে।

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দু। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না।

ইন্দু। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি? [ইন্দুর প্রস্থান

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই-যে, চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা সকলে বসুন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে। যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি।

নিবারণ। বিলক্ষণ। তা আর শুনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। 'জ্ঞানরত্নাকর' তো তাঁরি লেখা?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে 'প্রবোধলহরী'? আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। 'প্রবোধলহরী' তাঁর লেখা নয়। সেটা কার বলতে পারি নে।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। 'কাননকুসুমিকা' দেখেছেন কি?

নিবারণ। 'কাননকুসুমিকা'! না, দেখি নি। নামটি অতি সুললিত। বাংলা বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম। তখন অবশ্যই 'কাননকুসুমিকা' পড়ে থাকব, স্মরণ হচ্ছে না। তা বিনোদবাবুর পুত্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাস করেছেন তিনি?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম.এ পাস করে সম্প্রতি বি-এল উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ

হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বলছিলুম। তা, আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো, এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।

চন্দ্রকান্ত। তা, এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি— মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্রকান্ত। তবে অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কী! আর একটু বসুন-না।

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি—

নিবারণ। সে এখন ঢের সময় আছে। বেলা তো সবে—

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে, বেলা নিতান্ত কম হয় নি। এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি।

নিবারণ। তবে আসুন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ঐ-যে কুসুমকানন না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো।

চন্দ্রকান্ত। কাননকুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়।

নিবারণ। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত। প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ। আঃ, থামো-না। তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ। দেখুন, বিনোদবাবুর একখানি ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি? তা হলে কমলকে একবার—

চন্দ্রকান্ত। ফোটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেছি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে।

নিবারণ। তা হোক, ছবিটি দিব্যি উঠেছে, এতেই কাজ চলবে।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি। [প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ, লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। বাবা, তোমার হল?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলি নে— তোরা সেই-যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু। আমার তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর-একটি যে লোক এসেছিল— বদ-চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, চোখে চশমা-পরা, সে কে?

নিবারণ। তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস নে? বদ্‌-চেহারা

আবার কার দেখলি ? বাবুটি তো দিব্যি ফুট্‌ফুটে কার্তিকের মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দু। তাকে আবার ভালো দেখতে হল ? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা ! এখন নাইতে চলো।—

[নিবারণের প্রস্থান

নাঃ, ওর নামটা জানতে হচ্ছে। নিশ্চয় ক্ষান্তদিদি বলতে পারবেন।— বাবা, শোনো শোনো। [নিবারণের পুনঃপ্রবেশ

ওরা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে গেল না ?

নিবারণ। হাঁ, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু। তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও-না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ। ভেবেছিলুম আমি নিজে দেখাব।

ইন্দু। না বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ। এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি ঠাট্টা করিস নে।

ইন্দু। বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করছে, আর যাই হোক ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশঙ্কা নেই। [নিবারণের প্রস্থান

ইন্দু। কমলদিদি, কমলদিদি !

কমলের প্রবেশ

কমল। কী ইন্দু ?

ইন্দু। আর দেরি কোরো না।

কমল। কেন, কী করতে হবে বল্‌-না।

ইন্দু। এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে।

কমল। কেন বল্ তো।

ইন্দু। খড়্খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই দিনমণি উঠে পড়েছেন তোমার ভাগ্যগগনে।

কমল। তুই খবর পেলি কোথা থেকে?

ইন্দু। স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল। একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক।

ইন্দু। আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করেন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল। কী কারণে?

ইন্দু। তোমার উপর করক্ষেপ করবার দাবি জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের শোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সুখবর কি না বলো দিদি!

কমল। এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু। বলিস কী ভাই! কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল। দামের তুলনা করব কী করে? দুটো জিনিস এক জাতের নয়, যেমন মধু আর মধুকর।

ইন্দু। সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি যেরকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীত ভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তা হলে কী করা কর্তব্য এইবেলা বলো। এখনো সময় আছে। নাহয় বাবাকে বলে আসি যে, কাব্যের মধ্যে শুধু কথার মিল চাই, সেটাতে ভুল হলেও চলে; কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখেশুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল। এর মধ্যে তো একজন দেখছি চন্দরবাবু।

ইন্দু। বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদবাবু আন্দাজ কর্‌ দেখি। এর মধ্যে কেই বা কোকিল কেই বা কাক, কেই বা কবি কেই বা অকবি বল্‌ দেখি।

কমল। তোর মতো এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই!

ইন্দু। আচ্ছা এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ্‌, চেয়ে দেখতে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছ জনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দুজন।

কমল। অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। বলিস কী দিদি?

কমল। আমি তো স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছি নে বোন! তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া, জীবনের ক'টা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে? আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি।

ইন্দু। তুই ভাই, কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না।

কমল। সেজন্য নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দু। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ্‌ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি; এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস, যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কিরকম লাগে, কে জানে।

কমল। মনে হয়, আমার নাম ক'রে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে, আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু। তুই কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধ'রে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ্।

কমল। ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্বস্বত্ব ত্যাগ করলে?

কমল। কেন বল্ দেখি। এত উৎসাহ কেন তোর?

ইন্দু। সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুমুদ কিম্বা পরিমল, কিম্বা কিশলয়, কিম্বা কোকনদ, কিম্বা কপিঞ্জল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল। তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দু। একেবারে চুকে না যাক, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন পাওয়া যাবে তো?

কমল। আচ্ছা, তোর স্পেসিমেন জমা কর্— আপাতত তোর চুল বেঁধে দিই গে চল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু। তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি!

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারি নে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী? নিজে তো জানি নিজের গুণ কত।

ইন্দু। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা ব'লে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদ-বাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর-একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই! বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সব-গুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু। এই দেখ্-না তার ছবি। (কাপড় খুঁজিয়া) এ কি হল! এই যাঃ, কোথায় ফেললুম!

ক্ষান্তমণি। কী ফেললি?

ইন্দু। ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্তমণি। কার?

ইন্দু। বিনোদবাবুর। নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই, খুঁজে আনি গে!

ক্ষান্তমণি। ছি ছি, রাস্তার মাঝে ছবি খুঁজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে! সে ছবির এতই কিসের কদর?

ইন্দু। হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে-কেটে অনর্থপাত করে?

ক্ষান্তমণি। তোর দিদি? কমল?

ইন্দু। হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করে?

ক্ষান্তমণি। সে আবার কী?

ইন্দু। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্তমণি। আর জ্বালাস নে, বাংলা ভাষায় কী বলে তাই বল্-না।

ইন্দু। তাকে বলে উপোস ক'রে মরা।

ক্ষান্তমণি। আমি যেন কমলকে জানি নে— তুই হলেও বা সম্ভব হত। কেন ভাই, আসল জিনিস যখন ধরা দিয়েছে তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন?

ইন্দু। আসল জিনিসকে ডেস্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিসে মেজাজের ঠিক নেই— বেশি খিদে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির ক'রে তোলে— কিন্তু—

ক্ষান্তমণি। আচ্ছা আচ্ছা তোর সেই 'কিন্তু' এত বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো না।

ক্ষান্তমণি। খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দু। বাজি রাখতে পারি, সে গদাই নয়! তার নাম যদি গদাই হয় তা হলে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

ক্ষান্তমণি। তা হলে ললিত।

ইন্দু। এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্তমণি। চেহারাটা সুন্দর তো?

ইন্দু। সুন্দর বইকি।

ক্ষান্তমণি। পাৎলা, চোখে চশমা আছে?

ইন্দু। হাঁ হাঁ, চশমা আছে। আর, সব কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু। ললিত চাটুজ্জে না হয়ে যায় না। বাজি রাখতে পারি।

ক্ষান্তমণি। কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই! এম-এ পাস ক'রে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দু। জলপানি পাবার মতোই চেহারা বটে। তা, ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন?

ক্ষান্তমণি। স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কী হয়? ওর তো তবু নেই। বলে যে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করবে না।

ইন্দু। জানিস ক্ষান্তদিদি? ওদের তিন জনের ছবিতে যেন তিন কাল মূর্তিমান। চন্দ্রবাবু অতীত, বিনোদবাবু বর্তমান, আর ললিতবাবু ভাবী।

ক্ষান্তমণি। ভাবী? কার ভাবী লো?

ইন্দু। সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্তমণি। দেখ্ ভাই ইন্দু, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বঙ্কিমবাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও 'বুঝতে পারব না— কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দু। এই দেখ্, মুশকিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওজনমত জগৎসিংহ পাবি কোথা ?

ক্ষান্তমণি। তা বলিস নে ইন্দু! আমি যেরকম মাপের আয়েষা সে-রকম মাপের জগৎসিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু। চাল-চলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েছ, ব্যবহারে আয়েষাগিরি করে উঠতে পারছ না।

ক্ষান্তমণি। কতকটা তাই বটে।

ইন্দু। প্র্যাক্টিকাল এডুকেশন্টা হয় নি আর-কি। কিছু দিন প্র্যাক্টিস চাই।

ক্ষান্তমণি। তোর ইংরিজি আমি বুঝতে পারি নে ভাই!

ইন্দু। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েছ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্তমণি। তোমার কাছ থেকে ?

ইন্দু। আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক হাতে-খড়ি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো আমি চন্দ্রবাবু, আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পর তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না।

[আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তর উচ্চহাস্য

কান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইলে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনুসংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি, এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

কান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

কান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দু। আচ্ছা, তবে আর-একবার চেষ্টা করো। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

কান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দু। ও কী করছ! তুমি ওইখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো— বলো, 'নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই!'

কান্তমণি। (যথাশিক্ষিত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দু। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমার লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

কান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দু। এই দেখো, সব মাটি করলে। অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো ; বলো, 'লুচি ? কই, লুচি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা লুচি কাল হবে এখন। আজ এসো, এখানে এই মধুর বাতাসে ব'সে—'

চন্দ্র। (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ !

ইন্দু। ঐ চন্দ্রবাবু আসছেন! আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল ! তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও। [পলায়ন

পাশের ঘর

গদাই আসীন। চাপকান-শামলা-পরা ইন্দুমতীর ছুটিয়া প্রবেশ

গদাই। একি !

ইন্দু। ও মা, এ যে সেই ললিতবাবু! আর তো পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শীগগির দেখে এসো দেখি, বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কি না।

গদাই। (হাসিয়া) যে আজ্ঞা। [প্রস্থান

ইন্দু। ছি ছি! ললিতবাবু কী মনে করলেন ! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস, হঠাৎ বুদ্ধি জোগালো, বাগবাজারের চৌধুরী-দের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন দিক দিয়ে পালাই ? ওই আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। ঠাকরুন, পাল্‌কি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন?

ইন্দু। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আসছেন! ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পাল্‌কি নিশ্চয় এসেছে। [প্রস্থান

গদাই। কী চমৎকার! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! বা, বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে? নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে! আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী? সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে নাকি? তবে তো দেখেছ?

গদাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই। মরেছে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

গদাই। তেমন স্নায়ু হলে এত দিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো, একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস, সে ভারী একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বাপ-পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি!

গদাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে, তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্রকান্ত। বলো কী গদাই? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা?— গদাই, যেয়ো না হে। তোমাকে দরকার আছে, এখনি আসছি। [প্রস্থান

গদাই। (পকেট হইতে নোট্‌বুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া) আর তো পারছি নে। মাথার ভিতরটা যেরকম ঘুলিয়ে গেছে, আজ বোধ হয় একটা দুষ্কর্ম করব। কবিতা লিখে ফেলব। বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাকৃটিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাণুগুলি কেবলই চোদ্দ অক্ষর খুঁজে কিল্‌বিল্‌ করে বেড়াচ্ছে। [লিখিতে প্রবৃত্ত

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন ক'রে ভৃত্য ব'লে তখনি চিনিলে।

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরো। কিন্তু কাকে ফেলে কাকে রাখি। (চিন্তা) 'আমায়'কে 'আমা' বললে কেমন শোনায়? কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে— কানে তো নেহাত খারাপ ঠেকছে না। তবুও একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর 'নী'টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া

যায়? পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। কাদম্বি— না, ঠিক শোনাচ্ছে না। কদম্ব— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

উহুঁ, ও হচ্ছে না। 'কেমন করে' কথাটাকে তো কমাবার জো নেই। 'কেমন করিয়া'— তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। 'তখনি চিনিলে'র জায়গায় 'তৎক্ষণাৎ চিনিলে' বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সুবিধে হয় না। দূর হোক গে! ছন্দে লেখাটা বর্বরতা। যে সময় পুরুষমানুষ কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ পরত, পদ্য জিনিসটা সেই যুগের; ডিমক্রাটিক যুগের জন্যে গদ্য। হওয়া উচিত ছিল—'বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল অমনি আমাকে গোলাম ব'লে চিনে নিলে কেমন ক'রে খুলে বলো তো।' এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার শিলমোহরের ছাপ নেই, একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখী-বিনির্গত।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে গদাই?

গদাই। আজ্ঞে, ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি।

শিবচরণ। ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই। হার্টের ফাংশন নিয়ে।

শিবচরণ। দেখি তোমার নোট্‌বইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছু—

গদাই। আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্‌ট্ থিওরি নিয়ে— বোধ হয় মাসখানেক হল এর ডিস্‌কভারি হয়েছে। এখনো সকলে জানে না।

শিবচরণ। সত্যি নাকি? আমি আবার চশমাটা আনি নি। সব্‌জেক্‌ট্‌টা ইণ্টারেস্‌টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে। কিন্তু, এখানে করছিস কী?

গদাই। একজামিনটা খুব কাছে এসেছে— চন্দ্রবাবুর বাসাটা নিরিবিলি আছে, তাই এখানে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

গদাই। (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

গদাই। আজ্ঞে হাঁ, জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে-শুনতে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির।

গদাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

গদাই। একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা, হোক-না একজামিন। বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে!

গদাই। ডাক্তারিটা পাস না করেই কি—

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যারামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু, আপত্তিটা কিসের জন্যে?

গদাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে

বঞ্চিত করতে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হয়েছ যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে? [গদাই নিরুত্তর

তোমার হল কী! বিয়ে করবে, তার আবার এত ভাবনা কী! আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম!

গদাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা! হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

গদাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে! তোর বাপ-পিতামহ, তোর চৌদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু পাতা ইংরিজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে!

গদাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা, একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই এ প্রস্তাবে—

শিবচরণ। তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ এক দিনে এত বড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে! এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যক।

গদাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা।

[প্রস্থান

গদাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল; এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই?

গদাই। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির যেরকম অবস্থা দেখছি, একৃজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়। এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসি গে।

গদাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না গদাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো!

গদাই। চলো। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই নাকি?

ক্ষান্তমণি। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে—তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো। আবার বলে কী, এ তো আর শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এত শোর-শরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কী?

ইন্দু। একবার আমাদের হাতে পড়ুক-না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কিরকম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ-না ভাই, ঘরের

অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দু। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই, দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জুটেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

ইন্দু। এগুলো?

ক্ষান্তমণি। এগুলো মকদ্দমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া! কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি?

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে, অ-দরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জো নেই। খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারি দিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

ইন্দু। এ-সব কী? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি-দেশালাইয়ের বাক্স, কাননকুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতা-ধরা মশলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট।— এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না?

ক্ষান্তমণি। এই দেখো! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ওই ভাই, ওরা আসছে, চলো ও ঘরে পালাই। [প্রস্থান

বিনোদ চন্দ্রকান্ত গদাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ভূপতির প্রবেশ

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এরই মধ্যে? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড় নি।

বিনোদ। আচ্ছা, চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট্‌ কী হবে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদূষক।

বিনোদ। সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজাদের যে ফুল্‌গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ওইরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত-কিছু শিক্ষাদীক্ষা, যত-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা— ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু উঁচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জলে উঠেছিল সেগুলো ওই টোপর-চাপা প'ড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি। চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে। হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি 'বিয়ে-বিয়ে' মনে হয়?

চন্দ্রকান্ত। সে তো ভাই, স্টোন-এজ আইস-এজের কথা। সে

যুগে না ছিল পূর্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি। শ্যালীর হাতের কানমলা ?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাকলে তবু বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরই মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদ। বাস্তবিক বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাস আছে, ক'নে পছন্দ করবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগিনী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি চৈতন্য হল ? নিতান্ত বঞ্চিত হবে না— তোমার কপালে একটি আছে, নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী।

গদাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর-কি !

শ্রীপতি। বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ। না ভাই, তা হলে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজ-চাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি। এসো তবে, বর-ক'নের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স্ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না ; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে, আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু তুই বল্‌, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

[সকলে উলুর চেষ্টা ও প্রস্থান

ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দু। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে—

ইন্দু। তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিন কতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা, যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনও ঢের দেরি আছে।

ইন্দু। তুমি এগোও ভাই, তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। [ক্ষান্তর প্রস্থান

ললিতবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন। এটা না দেখে আমি

যাচ্ছি নে। (খাতা খুলিয়া) ওমা ! এ যে কবিতা ! কাদম্বিনীর প্রতি ! আ মরণ ! সে পোড়ারমুখী আবার কে !

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ ! জলও না, বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার।

আর কিছু দাও বা না-দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসি-ভরা মুখ আর-একবার দেখিলে।

আহাহাহা ! অবলে সরলে ! পুরুষগুলো ভারি বোকা ! মনে করলে, ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল। হাসতে নাকি সিকি পয়সা খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না ! অবলে সরলে ! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি ! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না তার সঙ্গে আবার প্রণয়। এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব— পৃথিবীর একটা উপকার করব, কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন
এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী !

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে !

ওমা ! ওমা ! ওমা ! এ যে আমারই কথা ! এইবার বুঝেছি, পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে ! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে

লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি। কিন্তু চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

[নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা-অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই ব'লে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব। এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! [প্রস্থানোদ্যম

(পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা!

[মুখ-আচ্ছাদন

গদাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম।

[ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন

জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক। কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে, ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালী শুষে নেয়। কিন্তু, কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ-যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না? না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি। ও কী করছে? একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি প'রে এখন কী করছেন!

[এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারির ঝুড়ি পড়িয়া গেল।]

গদাই। (ছুটিয়া নিকটে গিয়া, ধরিয়া উঠাইয়া) আহাহাহা, কী তোমার নাম গো?

বুড়ি। আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই। এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগে নি তো?

বুড়ি। না, কিছু লাগে নি।

গদাই। আলুগুলো সব যে ছড়িয়ে পড়েছে। রোসো, কুড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি বুঝি এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি। হাঁ বাবু।

গদাই। চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বুড়ি। হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই। আহাহা, ভাঁড়টা উলটে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেছে। তোমার দিদিঠাকরুন হয়তো রাগ করবেন।

বুড়ি। না, দিদিঠাকরুন কথাটি কবেন না, কিন্তু গিন্নি মা—

গদাই। কথাটি কবেন না? আহা! (দীর্ঘনিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকাটি দিচ্ছি, নাহয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারি আগলাচ্ছি। তোমার দিদিঠাকরুন বুঝি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ ঠাকুরদাসী?

বুড়ি। তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই। লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদিঠাকরুন কী খেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বুড়ি। ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভরু ফুলুরিওয়ালা গরম গরম বেগ্‌নি ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমের আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব শখ।

গদাই। বটে! তা, এই নাও ঠাকুরদাসী, এক টাকার বেগ্‌নি কিনে আনো তো!

বুড়ি। এক টাকার বেগ্‌নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই। তা হোক, নাহয় কিছু বেশিই হল।

বুড়ি। তা, আমি কিনে নাহয় আনব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই। তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা শখ।

বুড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা!

গদাই। না, না, ঐ-যে তোমার বেগ্‌নি— ঐ-যে তুমি বললে না—

বুড়ি। নাহয় দিদিঠাকরুনকে বেগ্‌নি খাওয়াব, তাই ব'লে কি—

গদাই। আমি এইরকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক বললেই হয়। বিশেষত গরম গরম বেগনি। বেগ্‌নির ঝুঁড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

বুড়ি। তা হলে দাঁড়াও, দেরি করব না।

[প্রস্থান

মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি। সরকারমশায় বুঝি ?

গদাই। কেন বলো তো।

ঐ ব্যক্তি। এই বাড়ির কোন্ মাঠাকরুন সাত জোড়া সিল্কের মোজা রিফু করতে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি এনেছি।

গদাই। অ্যাঁঃ, পায়ের মোজা! ঐ জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দর্জি। দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই। কত ?

দর্জি। আড়াই টাকা।

গদাই। এই নিয়ে যাও। তোমার রেট তো শস্তা হে !

[দর্জির প্রস্থান

হায় হায়, আজ কী শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম !

(বুকের কাছে চাপিয়া) সেই পা-দুখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে, দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগুলি ভরা। আহাহা, গা শিউরে উঠছে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড় শক্ত। এই সময়ে থাকত বিন্‌দা!—

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,

অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ

সদাই করিতেছ খোঁজা?

কথা আসছে। কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্ছে—

বিনা পায়েই প্রাণের ভিতরে চলে গিয়েছ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল!

তিনটে লাইন হল, সাত জোড়া মোজা আছে, ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরও চারটে লাইন চাই। (উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অনুদ্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগুলি আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে—য়ুরোপের ট্রুবেডোরদের মতো।

(আপন-মনে)

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,

অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ সদাই করিছ খোঁজা?

কিন্তু আর তো মিল দেখছি নে, এক আছে 'মুসলমানের রোজা'— মোজাকে বললে দোষ নেই যে ইদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না না, ওতে আমার লেখার ক্ল্যাসিক্যাল গ্রেস্‌টা চলে যাবে। তা ছাড়া দিন খারাপ, হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভঙ্গ হতেও পারে— ওটা থাক্।

নেপথ্যে। হিঁয়া রোখো।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। বেটার তবু হুঁশ নেই। দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে

আছে দেখো-না। যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইঁটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী! খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌ দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

গদাই। কী সর্বনাশ! এ যে বাবা!

শিবচরণ। শুন্‌ছ? কালেজ কোন্‌ দিকে? তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারি-শাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? [গদাই নিরুত্তর

মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একৃজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

গদাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটু-খানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা একৃজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

গদাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্সেসাইজ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার গাড়িতে। যা, এখনি কালেজে যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

গদাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

গদাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি, এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্, আমি দেখে যাই—

গদাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই ওঠ্ গাড়িতে। এ ঝুড়িটা কিসের? তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি করে বেড়াস নাকি?

গদাই। তাই তো, ওটা তরকারিই তো বটে। কী আশ্চর্য! কেমন করে এল! এ তো মুলো দেখছি, নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা,— গেরস্তর জিনিস, ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি-না।

শিবচরণ। আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। এ ঝুড়ির কিনারা আমি করে দিচ্ছি, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! বুড়িটা এর মধ্যে বেগ্‌নি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আসছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী! কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবচরণ। তোর হাতে ওটা কিসের মোড়ক রে?

গদাই। আজ্ঞে ওটা—

শিবচরণ। দেখি-না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কী ব্যাপার!

গদাই। আজ্ঞে, উপহার দেবার জন্যে।

শিবচরণ। কাকে উপহার দিবি?

গদাই। আমার একটি ক্লাস-ফ্রেণ্ড্—

শিবচরণ। ক্লাস-ফ্রেণ্ড্‌কে মেয়েদের মোজা দিবি!

গদাই। তার বিয়ে হচ্ছে কিনা, তাই—

শিবচরণ। তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া!

গদাই। সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ নিলেম থেকে শস্তায় কিনেছি, আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিবচরণ। চাইলেই পেতিস কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি! ঐ নোংরা মোজাগুলো নিয়ে বেড়াচ্ছিস! কী জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই। আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিচ্ছু বলবার জো নেই। এখনও ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই না হয়—

শিবচরণ। সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি— পাকপ্রণালী দু খণ্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ্ (সহিসের প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজ নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

গদাই। (জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

[প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত। নাঃ, এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমিই এ-সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। কী হচ্ছে চন্দরদা?

চন্দ্রকান্ত। না গদাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিস নে।

গদাই। কেন বলো দেখি। তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি?

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নোস। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

গদাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক্‌, এত রাগ কেন?

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

গদাই। বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম! একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই!

গদাই। আমি জানি, কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ।

চন্দ্রকান্ত। আমি ওর মুখদর্শন করছি নে।

গদাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশছি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর সয় না।

গদাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে!

গদাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে!

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কিরকম শুনি।

গদাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

গদাই। তা আছে। বোধ হয়, একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে যে শিগ্‌গির আমার একটা সদ্গতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে

লিপ্ত করিস নে।

গদাই। কিছু ভেবো না ভাই। পাপ করেছে বিনোদ, তার রিডেম্প‌শন আমার দ্বারা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা! আমি এক্‌খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শটাও জানা ভালো।

[প্রস্থান

অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোদের সংসর্গ লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ— আমার ঘটল মুকুতার বদলে শুকুতা!

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই! আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি রাগ করতে পারি? তবে দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কী করব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্‌ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী? মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে?

বিনোদ। চন্দরদা, কী জানি ভাই বিয়ে না করাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্‌,

নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ। চন্দরদা, যাকেই হোক, বিয়ে যে করেছি সেটা বুঝতে তো বাকি নেই। মুশকিল হয়েছে, সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করেছিলেম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড়্ মড়্ করে উঠছে। আজ অভাবগুলো চারি দিক থেকে বড়ো বেআব্রু হয়ে দেখা দিল— সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই। তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ। ভালোবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝরি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হাল্‌কা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্ছি— যেখানটাতে পাঁক।

গদাই। বিনোদ, তোমার কবিতা যেমন তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্বোধ।

বিনোদ। রেগেছ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে ডেকে আনলুম ছাতার আর-এক শরিক— আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

গদাই। কিন্তু ভুলটা তো তোমারই।

বিনোদ। ভুলটা হচ্ছে ভুল, আর অ-ভুলটা হচ্ছে অ-ভুল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পাগড়িটা হচ্ছে পাগড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগড়ি করেই পরি, তা হলে আমি ভুল করেছি বলেই মোজাটা কি পাগড়ি হয়ে উঠবে ?

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন ! খবর পেয়েছে নাকি ! সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে, মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল ক'রে তার পরে 'ঐ যাঃ' ব'লে স'রে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্রকান্ত। বকাবকি করে লাভ কী গদাই ? এখন বলো বিনোদ, কর্তব্য কী।

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা ক'রে ? না তিনি রাগ করে গেছেন ?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পারো বিনু। আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দু। কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই শৌখিন কবি! তাঁর বড়ো-জোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিম্বা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবছি তোর মতো মেয়েকেও সইতে পারল না ওর রুচিটি এতই ফিন্‌-ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পারছিস তোর রুচিকে বাহাদুরি দিই!

কমল। তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব, আর ওদের আর-এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু। ইস্! কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণ দুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এবং এর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন!

কমল। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু। আচ্ছা নাহয় গদাই গয়লা না হল— পৃথিবীতে গদাইচন্দ্রের তো অভাব নেই?

কমল। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দু। ককখনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই-গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল। আসল জানিস ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষ মানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দু। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে!

নিবারণ। থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্— এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের

সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স্ হলে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হয়েছে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয়তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা?

কমল। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা।

[প্রস্থান

ইন্দু। তোর মৎলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমল। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দু। সে তো বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমল। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দু। ফের আবার একদিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি?

কমল। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়। ঐ শিবচরণবাবু বোধ হয় আসছেন, চলো পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান

গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। দেখ্, নিবারণকে আজ শেষ কথা বলব বলেই এখানে এসেছি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট করেই বল্।

গদাই। আমি তো সব কথা স্পষ্ট করেই বলেছি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারছি নে।

শিবচরণ। এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি, তা কে জানত!

গদাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল!

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী? বিয়ে করা বৈ তো নয়! রাস্তার মুটে-মজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপ-মায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাস ক'রে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল!

গদাই। আপনি তো সব শুনেছেন, আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার বুঝতে আরও গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে নাহয় একটাকে না ক'রে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি, আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে?

গদাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুঝতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী? আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত? পড়েছিস ভালো মানুষের হাতে—

গদাই। শুনেছি, আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিন শো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে ব'লে, বটে!

সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

গদাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা! আমিই কি এক কথার বেশি বলছি? মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী! তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল্।

গদাই। কিছুতেই না বাবা!

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস। এক কথা!

গদাই। সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

গদাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নিলজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা—

গদাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে মোলো! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কি! আমি ভাবছি নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়।

ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ

বিনোদ। (স্বগত) আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হ'ত ! (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

কমল। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ। কিছু-কিছু শুনেছি। (স্বগত) গলাটা যেন তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি !

কমল। সে কথা থাক্।— আমার যা-কিছু সমস্তর কর্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ। আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমল। কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বুঝে-প'ড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনে-শুনে নিতে পারবেন।

বিনোদ। নিবারণবাবু!

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমল। আপনি বরঞ্চ নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণবাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেব। আর-একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাটুজ্জেকে একবার এখানে আনতে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

বিনোদ। সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই।

কমল। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান

বিনোদ। হায় হায়, এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খুললে বাঁচা যেত, তা হলেই চোখদুটি দেখতে পেতুম।

কিন্তু নিবারণবাবুকে নিয়ে কী করা যায়!

[প্রস্থান

নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ

কমল। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না। এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্জেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল। সেজন্যে ভাববেন না কাকা! আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে, এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশোনা হয় কী করে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা?

কমল। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, ওঁর বন্ধু ললিতবাবুকে এখানে নিয়ে আসবেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমল। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। এই-যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ। আজ্ঞে, আমাকে লজ্জা দেবেন না— আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে।

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পাল্‌কি-ভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে— তা, যাই হোক— তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো— তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে, এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা ক'রে পরে বলব।

[প্রস্থান

বিনোদ। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদ। কী হে চন্দর! তুমি এখানে যে!

চন্দ্রকান্ত। নিবারণবাবু এই বাড়িতে কী কাজে এসেছেন শুনলুম।

আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, বুড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। খিদে পেয়েছে। তুমিও বুঝি নিবারণবাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ। সে কথা পরে হবে। কিন্তু, তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে তো বুঝতে পারছি নে চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ। কেন, কী হয়েছে?

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদ। বলো কী দাদা! তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না!

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি নে।

বিনোদ। এখন তা হলে তোমার ছুটি চলছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেস্‌টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্রকান্ত। হাঁ রে, কিন্তু উইদাউট পে। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বুঝতেই পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি, বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উল্‌টো। ঐ স্ত্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনি জগৎটা যেন ফাটা বেলুনের মতো চুপ্‌সে যায়।

বিনোদ। এখন উপায় কী?

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি, আমি উল্‌টে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস!

বিনোদ। তা, বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি?

বিনোদ। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদ। স্ত্রীকে আনতে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু, এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন-সব সৎ সংকল্পের প্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দুদিন আমার দেখা পাস নি আর তোর ধর্মবুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনোদ। কিন্তু, চন্দরদা, বিপদ কী হয়েছে জান? নিবারণবাবুর যে-রকম মেজাজ দেখলুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্ছ, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। নিশ্চয় করব। কিন্তু, ওরা যে বললে নিবারণবাবু এখানে এসেছেন।

বিনোদ। এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[প্রস্থান

ইন্দুমতী ও কমলের প্রবেশ

কমল। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু! তুই আবার এ কী জটা পাকিয়ে বসে আছিস! ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে নাকি?

ইন্দু। তা কী করব দিদি! কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি, তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দু। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান-থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই।

[প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। মহারানী, আমার বন্ধু এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী?

কমল। কাদম্বিনী— বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারও কথায় কর্ণপাত করবে, এমন বোধ হয় না।

কমল। আপনাকে সেজন্য বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমল। মাপ করেন যদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমল। আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ। কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কমল। আপনি তো অনুগ্রহ ক'রে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা, আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো ক'রে রাখতে চাই। অবিশ্যি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ-তো আমার সৌভাগ্যের কথা!

কমল। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ। আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

[কমলের প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি সাহেব বাবু এসেছেন।

বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদ। একরকম ভালোয়-মন্দয়। তোমার কিরকম চলছে?

ললিত। Pretty well! জানো? I am going in for studentship next year.

বিনোদ। ওহে, আর কতদিন একৃজামিন দিয়ে মরবে? বিয়ে-থাওয়া করতে হবে না নাকি? এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject. কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry. I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি, তুমি তোমার নিজের হাত-পা-গুলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্যি, মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কী বলো?

ললিত। I admire your cheek বিনু! তুমি wife select করবে, আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation. পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে, কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না।

ললিত। My dear fellow, you are very kind. কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness. আমার বিশ্বাস, আমি যদি কখনও কোনো girlকে love করি, I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form.

বিনোদ। আচ্ছা, ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition.

বিনোদ। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো— মেয়েটির নাম— কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good, কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter.

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কী! তবে যে রানী বললেন, কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরও আমাকে নিদেন দু ঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দু

ইন্দু। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

কমল। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু?

ইন্দু। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। ছি ছি! ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে, মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে, সে খাতা এখনও আমার কাছে আছে।

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবি? এখন কাকা যাকে বলছেন তাকে বিয়ে কর্।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বলো তো মা! ললিত চাটুজ্জে যা বলেছে সে তো সব শুনেছ। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে। অপমান যা হবার তা হয়েছে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি। আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে, তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি, তাকেই বা কী

বলি। তুমি মা, ইন্দুকে ব'লে ক'য়ে ওদের হুজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো ভালো হয়।

কমল। গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো?

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে, আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনও চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

[নিবারণের প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোর রাখতে হবে।

ইন্দু। কী, বল্-না ভাই!

কমল। একবার গদাইবাবুর সঙ্গে দেখা কর্।

ইন্দু। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে?

কমল। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দু। রাখব ভাই, তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমল। তবে চল্, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস নে।

[প্রস্থান

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে নাহয় একবার ইন্দুমতীর

সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

মুখে ঘোমটা টানিয়া

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। (স্বগত) বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে, কিন্তু কারও অনুরোধে তো পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই। (নতশিরে ইন্দুমতীর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু। একি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন?

গদাই। একি! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম, নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

গদাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায়

বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে!

গদাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দু। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়?

গদাই। যদি পচ্ছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি, কিন্তু বাপ-মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দু। গদাই!— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন!

গদাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দু। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন, আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই। দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন? চৌদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কী এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দু। ইন্দুমতী।

গদাই। হায় হায়, এতদিন কী ভুলটাই করেছি! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু-বেলা বাপান্ত করেছেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা-ভাঙাভাঙি করতে হয়েছে।—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত!

ইন্দু। তবে, এখন ভ্রমসংশোধন করুন, এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম।

[প্রস্থান

গদাই। (উচ্চস্বরে) শুনে যান, আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল— সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— সুবিধে আছে আপনাকে সেই সঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।— হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হয়ে আমার অ্যানাটমির নোট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই রিফু-করা মোজা ক'জোড়া। আজও যে প্রাণ ধরে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তার উপরে সেদিন থেকে ভরু ফুলুরিওয়ালার তেলে-ভাজা বেগ্‌নি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার জো হল। ঠাকুরদাসীকে খুঁজে বের করতে হবে। সে বুড়িটাকে— ইচ্ছে করছে— থাক্, সে আর বলে কাজ নেই।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

গদাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই; বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে, যুবাদের শাস্ত্রই এক আলাদা। (প্রকাশ্যে) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[প্রস্থান

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবীসুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গদাই। কেন বাবা?

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই। কারা?

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই। কেন!

শিবচরণ। কেন! না দেখে-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না?

গদাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস, তা তো জানতুম না। তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

গদাই। সে কী বাবা! আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে— বিশেষ আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেক ক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি, আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে বুঝি।

গদাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি?

গদাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস, কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি— আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস, ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে, নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

গদাই। আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি-মিনতি করে এলুম, যেন আমারই কন্যাদায় হয়েছে। তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা 'বিয়ে করব না'! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই-যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই? এই দেখো-না চন্দর, ওর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম, যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল তখন বলে কিনা 'তাকে বিয়ে করব না'। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই। বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে, আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি আস্ত খেপা— তা, তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না! আমার বংশের এই অকালকুষ্মাণ্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক

করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পারো চন্দর, তো বড় উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্য কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে, এসো ভাই, এসো!

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে, এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্, অসময়ে খেয়েছি কি আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

[প্রস্থান

কমল ও ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমল। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দু। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল। এখন পুরুষ জাতটাকে কিরকম লাগছে?

ইন্দু। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কক্‌খনো বিয়ে করবি নে!

ইন্দু। না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার কল্লোলকুমার লাবণ্যকিশোর কাকলীকণ্ঠ সুস্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। গদাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস্ নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দু। বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো-গজি সমাসের মধ্যে। গদাই বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার জো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মা দুর্গা কার্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকার্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দু। আমি তো ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক ক'রে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি!

কমল। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি!— তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে

জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দু। আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল। সবাই প্রশংসা করবে, ঐ আশঙ্কাটা তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দু। ঐ বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

কমল। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমল। আমার বোধ হচ্ছে, তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়।

কমল। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি

আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না।

বিনোদ। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমল। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে ব'লে নয়।

কমল। তবে আর-একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমল। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন— যদি অভয় দেন—

বিনোদ। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদ। তবে এত মিনতি করছি, তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চান, এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন। [মুখ-উদ্‌ঘাটন

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। মাপ করিস নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ।

বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসর-ঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দু। দেখেছিস ভাই, কত বড়ো নির্লজ্জ! এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে! ওঁদের একটু আদর দিয়েছিস কি, আর ওঁদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদ। তা হলে ভূ-ভার-হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

ইন্দু। গান

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।
ওগো পথিক, পথের টানে
চলেছিলে মরণ-পানে—
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে।
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে,
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুইজনারে—
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে।

ইন্দু। এখন কবিসম্রাট, ওর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ। এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু। হাঁ, এখুনি।

বিনোদ। আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও।

[নোট্‌বই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত

কমল। এ আবার তুই কী খেলা বের করলি ইন্দু!

ইন্দু। কমলদিদি, তুমি যে খেলা খেলে নিলে এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধছেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল। ওগো শিকারী, তুমি আর কথা কোয়ো না। তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বুঝি? একবার তাকে হল অস্বীকার, আবার হল স্বীকার— মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েছে!

ইন্দু। আমার অ-কবিটিকে আমি কবি বানিয়েছি, এর বেশি কিছু না —কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি মধ্যে হলেন অকবি, আবার অন্তে উল্‌টো রথে ফিরছেন কবিত্বে, এ কি কম কথা! আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েছি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দু দিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে। —লেখা হল কবিবর?

বিনোদ। হয়েছে।

[ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোট্‌বই লইয়া মনে মনে পাঠ

ইন্দু। পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে, এও যে তাই।

বিনোদ। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ, এ তো শুধু কাব্যরস নয়, এ যে রসতত্ত্ব। দিদি, তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়— কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেল-জাতীয়। তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে!

কমল। আর তোর ভাগ্যে ইন্দু?

ইন্দু। শুধু ছোবড়া।

বিনোদ। ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সংকীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দু। কবিবর, সংকীর্ণতার দর বেশি, ঔদার্যেই সস্তা করে। হীরের টুকরো সংকীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই, তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটিমাত্র মধ্যমণি হয়ে থাকো— সরকারি হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিল-নোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ। তাই সই, কিন্তু ঐ-যে গানটা তৈরি করলেম ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দু। আচ্ছা, আজ তোমার গুড কন্‌ডাক্টের প্রাইজ-স্বরূপে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্ সুর তোমার পছন্দ বলো।

বিনোদ। তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু। আচ্ছা, সখা, তবে শ্রবণ করো।—

গান

লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির-করা।
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চ'লে,
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা।

কমল। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন।

(বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

[বিনোদের প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা, বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি? এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা, বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু। সে বুঝি আর বাকি আছে? স্বামী-রত্নটিকে আগে-ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনও অসুখী হতে পারে?

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে ভর-সন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দু দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে, শুনলুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা, ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেছে? দু দিন সেখানে থাকতে পাব না? যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দু। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি?

ক্ষান্তমণি। তা, ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?

ইন্দু। ওই-যে ওঁরা আসছেন। এসো এই পাশের ঘরে।

[প্রস্থান

শিবচরণ গদাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিবচরণ। সে কী? সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সহধর্মিণীকে না। বিয়ে করছে টাকা-কল্পলতিকাকে;

সে ওকে সাত পাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্প বৃষ্টি করবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের গদাইবাবুর মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে!

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে প'ড়ে চেপেচুপে ধ'রে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে।

(নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই!

নিবারণ। এসো।—

[গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দ্রবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে।

[প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে না কি?

চন্দ্রকান্ত। (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা, চিরকাল এইখানেই কাটাবে নাকি?

চন্দ্রকান্ত। বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা! বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধু-মানুষকে কথা দিয়েছি, এখন কি সে ভাঙতে পারি!

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনও বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অযত্ন হয় নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম? যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশোবার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনও এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু বোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বলো কী, নিবারণবাবু—

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা!

ক্ষান্তমণি। ঐ রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই!

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দুজনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে: সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অতএব, এ স্থলে অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব!

[প্রস্থান

বিনোদ গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিনু?

বিনোদ। সে আর কী বলব দাদা!

চন্দ্রকান্ত। গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্‌ দেখি।

গদাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে, দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল, কোথায় মির্জাপুর—কোথায় বাগবাজার!

গদাই। এখন ঠিক পথেই চলেছি, যাচ্ছি বাসরঘরের দিকে; এই-যে সামনেই।

[প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখে আমারও ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈরি, ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

বিনোদ। ওহে চন্দরদা, চুপ চুপ!

চন্দ্রকান্ত। কেন হে?

বিনোদ। ঐ-যে সুর বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্রকান্ত। তাই তো, বিপদ কাছে আসছে। ছিল গলির ও-পারে, এখন এল পাশের ঘরে— ক্রমে আরও কাছে আসবে।

বিনোদ। চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরও

বেশি ছিল যখন সেটা গলির ও-পারে ছিল। যতই কাছে আসছে ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা কমছে।

নেপথ্যে গান

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে?
আসন দিয়েছি পাতি,
মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে।
গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজও কি খোঁজার শেষে
ফেরো নি আপন দেশে,
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে?

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, এখনও মামলা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চলছে। তোর তরফের কৌঁসুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? 'প্লীড গিল্‌টি' নাকি?

বিনোদ। একরকম তাই। কিন্তু দাদা, আমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সুর জোটে না।

চন্দ্র। তা হোক, হার মানতে পারব না। আচ্ছা, দে দেখি কথাটা— কোনোমতে সবাই মিলে চেঁচামেচি করে চালিয়ে নিতে পারব।

বিনোদ। এই-যে, আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্রকান্ত। ধন্য কবি ধন্য— নিদেন-কালের উপযুক্ত সকলরকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছ! কাফি সুরে ঠিক লাগবে।

গান

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে!
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে!
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে?
যদি-বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল
এখনও প্রাণে কি যাবে না মানের মূল?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে?

তৃতীয় দৃশ্য

বাসর-ঘরের বাহিরে

লোকারণ্য। শঙ্খ। হুলুধ্বনি। শানাই

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। কানাই! ও কানাই!— কী করি বলো দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে, সেগুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা, সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা! কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই নাকি?

ভৃত্য। আসন এসেছে, সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা— তা তোদের দ্বারা হবে না। চল্, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে, বাতিগুলো যে এখনও জ্বালালে না। এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবন্দোবস্ত। নিবারণ, ভাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সব পালিয়েছে দেখছি, আচ্ছা ক'রে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়?

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু, এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পইপই করে বললাম 'তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ো', কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বলো কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি গে। নিবারণ, তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি— কিন্তু, লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাবো কেন? সে-সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে, ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বলো কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না! আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[শিবচরণ ও নিবারণের প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, খাবার লোভে চলেছিস বুঝি?

বিনোদ। কেন, তোমার লোভ একেবারে নেই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। কাজ আছে যে।

বিনোদ। কাজ তো ফতে হয়ে গেছে, আবার কী?

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ হয়ে গেছে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে হিউম্যানিটির জন্যে।

বিনোদ। বাস্ রে, এই অর্ধেক রাত্তিরে শেষকালে হিউম্যানিটি নিয়ে পড়তে হবে ?

চন্দ্রকান্ত। হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্ধেক রাত্তিরেই।

বিনোদ। কোন্ দুঃসাধ্য কাজ করতে হবে বলো শুনি।

চন্দ্রকান্ত। বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা স্টর্ম্ করব।

বিনোদ। আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র, আমাদের দ্বারা কি এত বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে ?

চন্দ্রকান্ত। নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরো না বিনোদ ! ভেবে দেখো, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন করেছিল জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই—এমন-কি, এক-আধটা বাহ্য বাহুল্য ছাড়া, অনেক বিষয়েই মিল ছিল ; মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হল। আর, আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রী-পুরুষের যে বিচ্ছেদসমুদ্র বিরাজ করেছে কেবল একটিমাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী : কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এ-পারে থাকতে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি তা হলে ধিক্ আমাদের পৌরুষ !

বিনোদ। হিয়ার হিয়ার !

চন্দ্রকান্ত। এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সকল পুরুষে এক কণ্ঠে বলো দেখি, 'নাহি কি বল এ ভুজ-অর্গলে ?'

বিনোদ। আছে আছে !

চন্দ্রকান্ত। নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর-আফিস্‌ঘরের সামনে

ফেমিনিজ্‌ম্‌-এর আক্রমণ চলছে, আজ বাসরঘরের সামনে ম্যাস্‌কুলিনিজ্‌ম্‌ প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনোদ। জয়, পুরুষজাতিকী জয়!

চন্দ্রকান্ত। অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক। আবার বলো, জয় পুরুষজাতিকী জয়! গদাই, গদাই, গদাই, গদাধর, ভীরু, ট্রেটর, এসো তুমি, খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা!

বিনোদ। চন্দরদা, ওকে স্পেশ্যাল কন্‌সেশন দিয়ে এরা কিনে নিয়েছে— ডিভাইড অ্যাণ্ড্‌ রুল পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রকান্ত। সে কিছুতেই হচ্ছে না। আজ অসম্মানিত পুরুষজাতির আহ্বান তার মুগ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবেই। গদাই! গদাধর! বিশ্বাসঘাতক! স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ!

গদাই ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করছেন কী?

চন্দ্রকান্ত। সিডিশন।

ইন্দু। আপনাদের সাহস তো কম নয়!

চন্দ্রকান্ত। শর্‌ট্‌হ্যাণ্ড্‌-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হয়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা বলছিলুম, 'ভাগ্যদেবীগণ, রুদ্ধদ্বার খোলো— পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব মর্তেরও পরিত্রাণ।'

ইন্দু। যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী? দেবী, আমিই কি পাপিষ্ঠতম? এদের দুজনের চেয়েও অধম?

ইন্দু। তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকান্ত। দেবী, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা-পাপীর বরাদ্দ না থাকে তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে আনএমপ্লয়মেণ্ট্ প্রব্লেম!—

বড়োবউ, তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হয়ে যায়, যদি তোমার জন্যে সবুর করতে না পারি, যদি পরিত্রাণের দোসরা পথ জুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারই যশ না আমারই!

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। আঃ কী মিছেমিছি চেঁচাচ্ছ!

চন্দ্রকান্ত। মিছেমিছি নয় দেবী! পৃথিবীসুদ্ধ লোক চেঁচাচ্ছে পরিত্রাণের দরবারে—কেউ-বা ধর্মে, কেউ-বা কর্মে, কেউ-বা পলিটিক্‌সে আর আমিই যদি চুপ করে থাকব তা হলে নিতান্তই ঠকব যে। এই দুটি ভাগ্যবান্‌দের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু চেঁচিয়েছি, ফলও পেয়েছি— এখন যবনিকাপতনের পূর্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

প্রথমে চন্দ্রকান্ত

পরে সকলে মিলিয়া

গান

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।

কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ-বা ম্লান ছলছল,
কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো,
নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর—একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ-বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ-বা দিব্যি কালো।

—